১. মুসলিম জুরিসপ্রুডেন্স এর চারটি সুন্নি মতবাদ এর প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক উৎপত্তি এবং বিকাশ সম্পর্কে বর্ণনা দাও। কেন বলা হয়ে থাকে যে, মানব রচিত আইন হতে ইসলামি আইন সম্পূর্ণ আলাদা? Give an account of the origin and development of the four schools of Muslim Jurisprudence pointing out of the peculiar characteristics of each. Why is it said that Islamic Law is altogether different from man-made law?

উত্তর : সুন্নী মতে বিভিন্ন মতবাদের ক্রমবিকাশ আব্বাসীয়দের রাজত্বকালে চারটি সুন্নী মাজহাব প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলির ক্রমবিকাশ নিম্নরূপ :

(১) হানাফি মতবাদ : মুসলিম জুরিসপ্রুডেন্সের মধ্যে হানাফি মতবাদই হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ। এই মতবাদের অনুসারীর সংখ্যাই বর্তমানে সর্বাধিক। এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আবু হানিফা (র.) ৬৯৯ হতে ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ আইনবিদ এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং পরবর্তীকালে ব্যবহারজীবী হন।

(২) মালিকী মতবাদ : ইমাম মালিক ইবনে আনাস ৭১৩ খ্রিস্টাব্দে মদিনা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। সর্বশ্রেষ্ঠ হাদিসবেত্তা হিসেবে তাঁর খ্যাতির প্রসার ঘটে। বিপরীতমুখী সুন্নাহর ক্ষেত্রে তিনি কোনো সমস্যা সমাধানে ইজমার উপর বেশি নির্ভর করতেন। মদিনার ইজমার উপর তিনি বেশি গুরুত্ব দিতেন। তিনি 'ইসতিস্লাহ' প্রবর্তন করেন যা আইনের একটা উৎস হিসেবে বিবেচিত। স্পেন ও আফ্রিকায় এই মজহাবের অনুসারীর সংখ্যা সর্বাধিক।

(৩) শাফেয়ী মতবাদ : মুসলিম জুরিসপ্রুডেন্সের অন্তর্ভুক্ত সুন্নী সম্প্রদায়ের তৃতীয় মজহাবের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইমাম শাফেয়ী। তিনি ৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্যালেস্টাইনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শুধু আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেননি অন্যান্য শাস্ত্রেও পারদর্শিতা অর্জন করেন। অসামান্য প্রতিভার অধিকারী এই মহান ব্যক্তি বাগ্মিতার জন্যও বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনিও ব্যাপকভাবে ইজমার প্রাধান্য দিতেন। ইমাম শাফেয়ী 'ওসুল' বা ব্যবহারতত্ত্বে প্রামাণিক প্রবন্ধ রচনা করেন। বোম্বাই, সিন্ধু, মাদ্রাজ, মিশর এবং আফ্রিকায় তাঁর বিপুল অনুসারী রয়েছেন।

(৪) হাম্বলী মতবাদ : ইমাম হাম্বল ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর শিষ্য ছিলেন। মুসলিম আইনবিজ্ঞানীর চেয়ে তিনি হাদিসবেত্তা হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। ইমাম হাম্বলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ৫০০ হাদিস সংকলিত হয়। এই সকল সংকলিত হাদিস মসনদ-উল-হাম্বল নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই মতবাদের অনুসারীরা সিরিয়া, সউদী আরব, প্যালেস্টাইনে বিদ্যমান। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরবে আবদুল ওয়াহাবের নেতৃত্বে বিশুদ্ধকরণ আন্দোলন শুরু হয় এবং হাদিসের বিরোধী কিয়াস বাতিল করা হয়।

ইসলামি আইন ও মানবসৃষ্ট আইন বা আধুনিক আইনবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

প্রথমত, ইসলামি আইন মূলত ঐশ্বরিক। আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূলের উপদেশ ছাড়া মানুষের তৈরি আইনের কোনো স্বীকৃতি এতে নাই।

কিন্তু আধুনিক আইন ধর্মনিরপেক্ষ। মানব সমাজে প্রচলিত সকল আইনই এর বিষয়বস্তু। কাজেই এখানে আইন হচ্ছে মানবসৃষ্ট।

দ্বিতীয়ত, ইসলামি আইনে নৈতিক বিধান ও আইনগত বিধানের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কেননা ইহা আল্লাহ্র আদেশ তথা ধর্ম ও ন্যায়নীতির উপর ভিত্তিশীল অপর পক্ষে, আধুনিক আইনতত্ত্বে নৈতিক বিধান ও আইনগত বিধানের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। এখানে শুধু আইনগত বিধানই গ্রহণযোগ্য। তাই আধুনিক আইনবিজ্ঞান পার্থিব আইন ও দর্শনভিত্তিক ।

তৃতীয়ত, ইসলামি আইনবিজ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ-শান্তি বিধান করা। পক্ষান্তরে, আধুনিক আইনতত্ত্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক শৃঙ্খলার বিধান যা সম্পূর্ণরূপে জাগতিক এবং পরলোকের সঙ্গে সম্পর্কহীন।

চতুর্থত, ইসলামি আইনতত্ত্ব অনুযায়ী আইন হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কর্তৃক রাসূলের মাধ্যমে প্রেরিত আদেশ ও নিষেধ

কিন্তু আধুনিক আইনতত্ত্ব মোতাবেক আইন হচ্ছে সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের আচরণবিধি যা রাষ্ট্র কৃতক প্রয়োগ করা হয়।

পঞ্চমত, ইসলামি আইন সামাজিক মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল নয়। তাই এই আইনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা বাতিলকরণ সম্ভব নয়। কিন্তু ইসলামি আইন বিশারদগণ এর ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেন।

পক্ষান্তরে, আধুনিক আইন সামাজিক মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল বিধায় ইহা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বাতিলযোগ্য।

ষষ্ঠত, আধুনিক আইনের বিধান ভঙ্গ করলে আদালতের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা হয়। কিন্তু ইসলামি আইনের বিধান ভঙ্গ করলে পারলৌকিক শাস্তির ভয় থাকে। অবশ্য যে সকল রাষ্ট্রে ইসলামি আইন চালু রয়েছে সে সকল দেশে এই আইন লঙ্ঘনের প্রতিকারও স্বীকৃত আছে।

সপ্তমত, ইসলামি আইন কোনো রাষ্ট্রীয় গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, সমগ্র মানব সমাজের জন্য ইহা প্রযোজ্য ।

কিন্তু আধুনিক আইন নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

২. (ক) হাদিস কী? ইহা কীভাবে শ্রেণি বিভক্ত করা হয়েছে? 'হাদিস' কে কেন ইসলামি আইনের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়? আলোচনা কর। What is 'Hadith ? How is it classified? Why is it regarded as one of the basis of Islamic Law ? Discuss.

(খ) একজন মুসলিম কী কোনো ব্যক্তিকে তার শরীরের কোন অংশ (কিডনি) দান করতে পারে? কিয়াস নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে উত্তর দাও। Can a Muslim make a gift of his limb (kidney) to any person? Answer by applying the principle of Qiyas.

উত্তর : (ক) হাদিস : হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নৈতিক শিক্ষা, কাজ ও উক্তিকে হাদিস বলা হয়। মুসলিম আইনের উৎসগুলির মধ্যে হাদিস অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বের দিক থেকে কোরানের পরেই এর স্থান। এতে আছে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অভিব্যক্তি, বচন, শিক্ষা, উপদেশ এবং পবিত্র কোরানের নৈতিক শিক্ষা। এতে আরো আছে রুটিন মাফিক প্রতিদিনের কার্যাবলি ।

হাদিসের শ্রেণিবিভাগ : নিম্নলিখিতভাবে হাদিসের

শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে—

(১) মুতওয়াতির হাদিস (ধারাবাহিক হাদিস) : যে হাদিসের সার্বজনীন স্বীকৃতি আছে তাকে মুতওয়াতির হাদিস বলে। অসংখ্য মানুষ বর্ণনা করেন, সাথীরা বর্ণনা করেন এবং উত্তরাধিকার এবং উত্তরাধিকারদের উত্তরাধিকারগণ বর্ণনা করেন।

(২) মাস্তর হাদিস (ভালোভাবে জ্ঞাত হাদিস) : সীমিত সংখ্যক সাথীরা এই হাদিস বর্ণনা করেন ।

(৩) আহাদ হাদিস (পৃথক থাকা হাদিস) : এই হাদিসগুলি সরচরাচর পাওয়া যায়নি। সীমিত সংখ্যক কতিপয় ব্যক্তি বলেন এবং পরে তাদের সমর্থন নিয়ে এগুলোর নিশ্চয়তা বিধান করা হয়।

হাদিস ইসলামি আইনের অন্যতম ভিত্তি : মুসলিম আইনে পবিত্র কোরানের পরই নির্ভরযোগ্য উৎস বা ভিত্তি হচ্ছে হাদিস। কোরানের আলোকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যা করেছেন, যা বলেছেন এবং যে নৈতিক শিক্ষা দিয়েছেন তাই হলো হাদিস। বিভিন্ন সময়ে তাঁর প্রদত্ত আদেশ নির্দেশও এর আওতায় আসে। সংক্ষেপে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর আদর্শই হচ্ছে হাদিস। সামান্য পার্থক্য থাকলে ও নবীর সুন্নাহকেই হাদিস বলা হয়। তিনি যেহেতু আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত কোনো কাজ করেননি বা কোনো কিছু বলেননি, সেহেতু সুন্নাহকেও আল্লাহর পরোক্ষ বাণী হিসেবে গণ্য করা হয়। পবিত্র কোরানে ও হাদিসে উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, “রসুল যা দেন তা গ্রহণ করো এবং তিনি যা নিষেধ করেন তোমরা তা করতে বিরত থাকো” (৪৯:৭)। এতে আরও বলা হয়, “তিনি ইচ্ছামাফিক কথা বলেন না। ইহা কিছুই না বরং তাঁর কাছে যা ওহি হয় তারই প্রকাশ।”

রসুল (সঃ) একবার তাঁর অনুসারীদের বলেন,” আমি তোমাদের কাছে যা রেখে যাচ্ছি তার মধ্যে দুটো জিনিস দ্রুত তোমরা ধরো-একটি হলো আল্লাহর কিতাব এবং অন্যটি হলো তাঁর রসুলের সুন্নাহ, তোমরা বিপথগামী হইও না।”

নবীর উত্তরাধিকারীগণ নবীর অভ্যাস অনুসরণ করতে থাকেন। কোনো বিষয়ে নবীর সিদ্ধান্ত তাদের জানা না থাকলে তারা সাথীদের নিকট থেকে জেনে নিতেন। সাথীরা কোনো হাদিস বললে তারা তার উপর নির্ভর করে

মামলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। ইসলামি আইনবিদগণ মুসিলম আইনের উৎস হিসাবে হাদিসের বৈধতাকে গ্রহণ করতে একমত হয়েছেন। সেজন্য বলা হয় "হাদিস ইসলামি আইনের অন্যতম ভিত্তি"

(খ) একজন মুসলমান তাঁর শরীরের কোনো অংশ (কিডনি) দান করতে পারে কিনা :

ইসলামি আইনের উৎস হলো কোরান, হাদিস, ইজমা এবং কিয়াস। একটিতে কোনো প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া গেলে অন্যটির নির্দেশ মানতে হবে। এই ব্যাপারে কোরান, হাদিস ও ইজমায় কিছু পাওয়া যায় না। সুতরাং আমাদেরকে কিয়াসের নীতি অনুসারে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে অবশ্যই দেখতে হবে যে, এই সিদ্ধান্ত কোরান, হাদিস ও ইজমার পরিপন্থী না হয়। কিয়াস দুই প্রকার-যথা (ক) কিয়াস-ই জলি বা সুস্পষ্ট কিয়াস, এবং (খ) কিয়াস-ই খাফই বা সুপ্ত কিয়াস। পবিত্র কোরানে "খামর" শব্দ দ্বারা মদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। "খামর' শব্দের অর্থ উত্তেজক কোনো কিছু। কোরান হতে এটা সুস্পষ্ট যে, মাদক জাতীয় উত্তেজক দ্রব্যাদি নিষিদ্ধ। আবার হাদিস শরীফে আছে ৪০টি ছাগল থাকলে একটি আল্লাহর ওয়াস্তে দান কর। অনেক ক্ষেত্রে ছাগলের থেকে নিঃস্ব ব্যক্তির অর্থের বেশি প্রয়োজন হতে পারে। এই ক্ষেত্রে কিয়াস হচ্ছে ছাগলের পরিবর্তে নিঃস্ব ব্যক্তিকে এর মূল্য দেয়া যেতে পারে। ইহা একটি কিয়াস-ই খাফিই অর্থাৎ সুপ্ত কিয়াস। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে দেখা গেছে মানুষ একটা কিডনি দান করলে নিজে বেঁচে থাকতে পারেন এবং যাকে দান করা হয় তিনিও একটি কিডনি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেন। সন্তানাদি লালন, পালন ও সংসার গুছিয়ে রাখার জন্য স্ত্রীকে বেঁচে থাকার প্রয়োজন আছে। তিনি কিডনি রোগে আক্রান্ত হলে স্বামী বা অন্য কোনো আত্মীয়ের নিকট হতে কিডনি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেন। একইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য-চাকুরি কিংবা অন্য কাজের জন্য এবং সন্তানাদির ভরণ-পোষণের জন্য স্বামীর বেঁচে থাকার প্রয়োজন আছে। সেজন্য স্ত্রী বা অন্য আত্মীয়ের কিডনি নিয়ে তিনি বেঁচে থাকতে পারেন। শুধু তাই নয়—ভাই বোনকে, বোন ভাইবে, প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে, এইরূপ কিডনি দান করতে পারেন একটি মহৎ উদ্দেশ্যে যা আমরা কিয়াস নীতি হতে পাই। কিয়াস নীতি হলো ইসলামি আইনের একটি উৎস। সুতরাং এই ক্ষেত্রে আইন পালন ছাড়া আইন ভঙ্গ হবে না।

৩(ক) মোহরানার সংজ্ঞা দাও। মুসলিম বিবাহ ও তালাকে মোহরানার গুরুত্ব ও প্রভাব আলোচনা কর। Define dower. Discuss the importance and impact of dower in Muslim marriage and divorce.

(খ) মোহরানার পরিবর্তে একজন বিধবা কর্তৃক তাহার স্বামীর সম্পত্তি নিজ দখলে রাখার আইনগত অধিকার বর্ণনা কর । Explain the nature of the legal right of a widow to retain the possessions of her husband's estate in lien of her dower.

(গ) মোহরানা আদায়ের জন্য কোন আদালতে মামলা করা যায়? এ মামলার আরজিতে কী কী উপাদান থাকবে?(Which court a suit to recover dower may be instituted? What elements are to be contained in a plaint of such suit?

উত্তর : (ক) মোহরানার সংজ্ঞা : দেনমোহর হচ্ছে কিছু অর্থ বা সম্পত্তি যা বিয়ের সময়ে বা পরে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদান করতে হয়। দেনমোহর বৈধ বিয়ের জন্য আবশ্যকীয় শর্ত। ইসলাম নারী সমাজকে মর্যাদা প্রদান করেছে এবং মোহরানা ব্যবস্থা তারই একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রখ্যাত মুসলিম আইন গ্রন্থকার ডি, এফ, মোল্লার মতে, মোহরানা হচ্ছে মুসলিম বিয়ে চুক্তির প্রতিদান স্বরূপ যা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদেয়। চুক্তি আইনের দৃষ্টিতে এক্ষেত্রে প্রতিদানের ব্যাখ্যা করা হয় না। যেহেতু মুসলিম বিয়েকে চুক্তি বলা হয় সেহেতু বিক্রয় চুক্তির সহিত তুলনা করে দেনমোহরকে উপমাস্বরূপ প্রতিদানের তুলনা করা হয়। কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে বিয়ের মূল্য হিসেবে মোহরানা প্রদান করতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে ইহা হচ্ছে বিয়ে চুক্তির এমন এক-অনুসঙ্গ স্বরূপ যা কোনো স্বামী কর্তৃক তার স্ত্রীর সম্মানার্থে আইনত কর্তব্য হিসেবে প্রদান করা হয়। বিভিন্ন মামলায় আদালত

এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, একটি মুসলিম বিয়ের মর্যাদার প্রতীকস্বরূপ স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান স্বামীর জন্য আবশ্যিক কর্তব্য বিশেষ। দেনমোহরের পরিমাণ বিয়ের পূর্বে কিংবা বিয়ের সময় অথবা বিয়ের পর নির্ধারণ করা

যায়।

মোহরানার গুরুত্ব : ইসলামে দেনমোহরের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। স্ত্রীর মর্যাদার প্রতীক হিসেবে ইহা পরিশোধ করা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক। স্ত্রী ইহা মওকুফ করতে পারে। মওকুফ অবাধ ও স্বেচ্ছায় হতে হবে। মওকুফ করা না হয়ে থাকলে ইহা একটি অনিশ্চিত ঋণ (Unsecured debt) হিসেবে গণ্য হবে। স্বামীর অন্যান্য পাওনাদারের ন্যায় স্ত্রীও স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তি হতে আদায় করতে পারে।

তাই বলা যায় যে, "বিবাহ হলেই তাতে মহর থাকবে।"

তালাকের ক্ষেত্রে মোহরানা অনতিবিলম্বে পরিশোধযোগ্য হয়। প্রয়োজনবোধে অন্যান্য ঋণের ন্যায় এটি আদায়ের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হওয়া যায়।

(খ) দেনমোহরের পরিবর্তে মৃত স্বামীর সম্পত্তি দখলে রাখা

দেনমোহর একটি ঋণ বিধায় তা আদায়ের লক্ষ্যে আদালতের ডিক্রির মাধ্যমে মৃত স্বামীর সম্পত্তির উপর চার্জ সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু স্বামীর কোনো সুনির্দিষ্ট সম্পত্তিতে চার্জ সৃষ্টি করা যায় না। স্বামীর জীবদ্দশায় বৈধভাবে এবং প্রতারণা ব্যতিরেকে দেনমোহরের পরিবর্তে কোনো সম্পত্তি স্ত্রী স্বীয় দখলে রাখলে তা অব্যাহত রাখার অধিকার তার থাকবে। তবে ঐ সম্পত্তির দখল ভোগী হিসেবে বিধবা তা ভোগ করবে এবং ঐ সম্পত্তির আয় হতে তার দেনমোহরের পাওনা আদায় হয়ে গেলে সকল উত্তরাধিকারীদের জন্য সম্পত্তিটি ছেড়ে দিতে হবে। এছাড়া ঐ সম্পত্তির আয়ের হিসাব সকল উত্তরাধিকারীদের দেখাতে হবে। যেহেতু এ দখলের অধিকার কোনো মালিকানা স্বত্বের সৃষ্টি করে না সেহেতু বিধবা ঐ সম্পত্তি বিক্রয়, রেহেন, হেবা বা অন্যভাবে হস্তান্তর করতে পারে না। কিন্তু কোনো বিশেষ প্রয়োজনে বিক্রয় অথবা দান করে

থাকলে উত্তরাধিকারে তার প্রাপ্য অংশ পর্যন্ত বৈধ হবে।

মৃত স্বামীর সম্পত্তি তার দখলে থাকা অবস্থায় দেনমোহর আদায়ের জন্য স্বামীর অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করতে কোনো অসুবিধা নাই, তবে এক্ষেত্রে সম্পত্তির দখল ত্যাগে তার সম্মতি জ্ঞাপন করতে হবে। এ পরিস্থিতিতে বিধবার জন্য উপযুক্ত পন্থা হচ্ছে মামলার মাধ্যমে আদালতের নিকট সমগ্র সম্পত্তি অর্পণ করা যেন

সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয়ের এবং দেনমোহর ঋণের হিসাব- নিকাশ করে যথাযোগ্য নির্দেশ দিতে পারেন।

দখলভোগী অবস্থায় অন্যায়ভাবে সম্পত্তি হতে বেদখল হলে দখল উদ্ধারের জন্য বিধবা মামলা করতে পারে কিন্তু জোরপূর্বক দখল গ্রহণ করতে পারে না। এছাড়া স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী যদি দেনমোহরের পরিবর্তে স্বামীর সম্পত্তি নিজ দখলে না নিয়ে থাকে তাহলে অন্যান্য সকল উত্তরাধিকারীদের সাথে একত্রে দখল রাখতে হবে, স্বতন্ত্র ভাবে আর দখল নেয়া যাবে না।

(গ) মোহরানা আদায়ের জন্য মামলা

১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের আওতায় যে পারবারিক আদালত গঠন করা হয়েছে সেই আদালতের মোহরানা আদায়ের জন্য মামলা করতে হবে।

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের ৫ ধারায় বলা হয়েছে যে, ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে কোনো পারিবারিক আদালতের নিম্নরূপ বিষয়াদির সকল বা যে কোনোটির সাথে সম্পর্কিত বা তথা হতে উদ্ভূত যে কোনো মোকদ্দমা গ্রহণ, বিচার বা নিষ্পত্তি করার জন্য নিরঙ্কুশ এখতিয়ার

থাকবে। যেমন-

(ক) বিবাহ বিচ্ছেদ;

(খ) দাম্পত্য অধিকারসমূহ পুনরুদ্ধার; (গ) মোহরানা;

(ঘ) খোরপোষ;

(ঙ) শিশুদের অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধান।

বাংলাদেশের প্রত্যেকটি উপজেলা বা থানায় সহকারী জজ আদালত রয়েছে। এ সকল আদালতের যে আঞ্চলিক বা স্থানীয় এখতিয়ার রয়েছে পারিবারিক আদালতগুলোর উক্তরূপ আঞ্চলিক এখতিয়ার থাকবে। তবে আর্থিক এখতিয়ারের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। কারণ মোহরানা ও খোরপোষের ব্যাপারে সীমাবদ্ধ আর্থিক এখতিয়ার থাকলে অধিকাংশ মোকদ্দমাই সহকারী জজের আর্থিক এখতিয়ার বহির্ভূত হয়ে যেতো। আর যেহেতু নির্দিষ্ট কোর্ট ফি দিয়ে পারিবারিক আদালতে মোকদ্দমা করা যায় সেহেতু পারিবারিক আদালতের জন্য কোনো সীমিত আর্থিক এখতিয়ার রাখা হয় নি।

মোহরানার টাকা আদায় না হয়ে থাকলে স্ত্রী এবং তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীগণ তা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করতে পারেন। বিয়ে বিচ্ছেদের তিন বছরের মধ্যে তলবী বা বিলম্বিত মোহরানা আদায়ের জন্য মামলা করা যায়।

৪ (ক) বিবাহ কী? মুসলিম আইনে বৈধ বিবাহের অপরিহার্য উপাদান কী? সহীহ ফাসিদ ও বাতিল বিবাহের আইনগত ফলাফল ব্যাখ্যা কর।(a) What is marriage? What are the essential elements of a valid marriage in Muslim Law? Explain the legal consequences of valid, voidable and void marriage.

(খ) বাতিল এবং অনিয়মিত বিবাহের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। Distinguish between void marriage and irregular marriage.

(গ) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে তোমার মক্কেলকে আইনগত পরামর্শ প্রদান কর এবং তোমার পরামর্শের কারণ ব্যাখ্যা কর। Give legal advice to your client in the following cases and explain the reasons for your advice

(i) প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম নারী-পুরুষ কাবিননামা ব্যতীত বিয়ের পর নোটারি পাবলিকের কাছে এফিডেভিট দ্বারা বিয়ের ঘোষণা দিয়েছে।] Adult Muslim man and woman declare marriage by affidavit to a Notary Public after marriage without Kabinnama.

প্রশ্ন-৫৮। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলোর ফলাফল মুসলিম আইনের আলোকে ব্যাখ্যা কর :

(জা.বি. ২০২১/

(ক) স্ত্রী থাকা অবস্থায় একজন মুসলিম পুরুষ একজন হিন্দু মহিলাকে বিয়ে

করেছে।

(খ) বিবাহ-বিচ্ছেদের ত্রিশ দিনের মধ্যে

একজন মুসলিম নারী পুনরায় বিয়ে

করেছে।

(গ) প্রাপ্ত বয়স্ক মুসিলম নারী ও পুরুষ কাবিননামা ব্যতীত বিয়ের পর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এফিডেভিট দ্বারা বিয়ে ঘোষণা দিয়েছে।

(ঘ) চার বছর যাবৎ একজন মুসলিম নারী তার স্বামীর খোঁজ-খবর পায়নি।

[জা. বি. ২০১৬, ২০১৩/

[Explain the consequence of the following

facts in the light of Muslim law:

(a) A Muslim male during the existance of his wife married a Hindus woman.

(b) A Muslim woman remarriede within thirty days after dissolution of her marriage.

(c) A male and a female, both adult and Muslim, entered into a marriage without kabinnama and declared their marriage in an affidavit before a Magistrate.

(d) The wherebouts of a Muslim husband could not be traced by his wife for four years.]

উত্তর : (ক) স্ত্রী থাকাবস্থায় একজন মুসলিম পুরুষ একজন হিন্দু মহিলাকে বিয়ে করেছে :

মুসলিম আইনের বিধান অনুযায়ী একজন মুসলিম পুরুষ একজন মুসলিম নারীকে বিয়ে করতে পারে, কিন্তু কোন পুতুল পূজারি বা অগ্নি উপাসককে বিয়ে করতে পারে না। তাই হিন্দু রমণীকে বিয়ে করা নিষেধ, তবে অবৈধ নয়, অনিয়মিত মাত্র (Ishan Vs Pannal Lal ৭ Pat.৬)।

(খ) বিবাহ বিচ্ছেদের ত্রিশ দিনের মধ্যে একজন মুসলিম নারী পুরনায় বিয়ে করেছে :

বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে কোনো মহিলাকে ইদ্দত পালনের পর পুনরায় বিবাহ করতে হয়। এইক্ষেত্রে মহিলাটি ইদ্দত পালনরত অবস্থায় বিয়ে করেছেন বিধায় তা বৈধ হতে পারে না। তালাকের ক্ষেত্রে ইদ্দতের সময় তিন ঋতু কাল। স্বামীর মৃত্যুর পর চার মাস দশ দিন এবং গর্ভবতী থাকলে সন্তান জন্ম পর্যন্ত ইদ্দতকাল ।

(গ) প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নারী ও পুরুষ কাবিননামা ব্যতীত বিয়ের পর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এফিডেভিট দ্বারা বিয়ে ঘোষণা দিয়েছে :

বিয়ে হচ্ছে ধর্মীয় ও সামাজিক বন্ধন। মুসলিম বিয়ে একটি দেওয়ানি চুক্তি। যৌন সঙ্গম, সন্তান জন্মদান ও তাদের বৈধতা দানের জন্য সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে এইক্ষেত্রে বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের কোনো বিধান ছিল না। কাবিননামার বিধান পরবর্তীতে হয়েছে এবং এর বিধান কেউ ভঙ্গ করলে উহা দন্ডনীয় অপরাধ । তবে বিয়ে ধর্মীয় ও সামাজিক বিধান মতে হাওয়ায় তা অবৈধ হবে না। কাবিননামা না করলে ১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইনের বিধানানুসারে তিনমাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা একহাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় প্রকার দণ্ডে দন্ডনীয় হবে। এফিডেভিট রেজিস্ট্রেশন বা কাবিননামার অংশ নয়, তবে বিয়ের সত্যতা প্রতিদানের জন্য একটি দলিল মাত্র ।

(ঘ) চার বছর যাবৎ একজন মুসলিম নারী তার স্বামীর খোঁজখবর পায়নি :

মুসলিম নারী চার বছর যাবৎ স্বামীর খোঁজখবর না পেলে ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনানুসারে বিবাহ বিচ্ছেদের মোকদ্দমা দায়ের করে তিনি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন। তবে ডিক্রি প্রাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে স্বামী হাজির হয়ে স্ত্রীয় দায়িত্ব নিতে চাইলে আদালত ডিক্রি বাতিল করে দিবেন।

প্রশ্ন-৩৭। বাতিল ও ফাসিদ বিয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। (জা.বি. ২০১৯, ২০১৫/ বৈধ, ফাসিদ ও বাতিল বিয়ের আইনগত ফলাফল বর্ণনা কর । [চ. বি. '৮৪; রা. বি. ১৯৮১;

জা. বি. ২০১৯, ২০১৭, ২০১২, ২০০৯, '৯৮; ঢা. বি. '৯১, '৮৯, '৮৬, '৮২; রা. বি. ৮১]

[Distinguish between a void marriage and an irregular marriage. State the legal effects of valid, irregular and void marriages.]

উত্তর : বাতিল ও অনিয়মিত (ফাসিদ) বিয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্যসমূহ বিদ্যমান :

প্রথমত, বাতিল বিয়ে আইনের দৃষ্টিতে কোনো বিয়েই নয় এবং এর ত্রুটিসমূহ স্থায়ী। যেমন, রক্ত সম্পর্কিত ও দুগ্ধ সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করে বিয়ে করলে মুসলিম আইনে তা বাতিল বিয়ে হিসেবে গণ্য হবে।

পক্ষান্তরে, যে সকল বিয়ে সম্পূর্ণরূপে বৈধও নয় কিংবা বাতিলও নয় সেগুলি অনিয়মিত বিয়ে। এগুলির সর পূর্বে ত্রুটি সাময়িক ও সংশোধনযোগ্য। যেমন, ৪ জন স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও ৫ম বার বিয়ে করলে তা অনিয়মিত বিয়ে হবে। কিন্তু যে কোনো ১টি তালাক দিলে আবার তা বৈধ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত, বাতিল বিয়ে কোনো প্রকার অধিকার ও দায় দৃষ্টি করে না। পক্ষান্তরে, অনিয়মিত বিয়েতে তা সৃষ্টি

করে।

তৃতীয়ত, বাতিল বিয়ের ক্ষেত্রে আরোপিত বিধি- নিষেধ স্থায়ী ধরনের কিন্তু অনিয়মিত বিয়ের ক্ষেত্রে এগুলি সাময়িক ও অস্থায়ী ধরনের।

চতুর্থত, বাতিল বিয়ের ত্রুটি সংশোধনযোগ্য নয় বিধায় তা কখনো বৈধ করা যায় না। অপর পক্ষে, অনিয়মিত বিয়ের ত্রুটি সংশোধনযোগ্য বিধায় এগুলি দূর করলে বিয়ে বৈধ হয়ে যায় ।

পঞ্চমত, বাতিল বিয়ের সন্তান-সন্ততি বৈধ নয় এবং তারা উত্তরাধিকারসহ কোনো প্রকার আইনগত অধিকারের

দাবিদার নয়।

পক্ষান্তরে, অনিয়মিত বিয়ের সন্তানাদি বৈধ এবং উত্তরাধিকারসহ সকল প্রকার আইনগত অধিকার পেতে হকদার।

ষষ্ঠত, অনিয়মিত বিয়ে একমাত্র সু

মধ্যে প্রচলিত আছে, শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে নাই। সে বাতিল ও অনিয়মিত বিয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু সুর আইনেই বিদ্যমান শিয়া আইনে নয়।

বৈধ বিয়ের আইনগত ফলাফল

বৈধ বিয়ের আইনগত ফলাফল নিম্নরূপ : (১) বৈধ বিয়ের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অধিকার ও কর্তব্যের সৃষ্টি হয়।

(২) স্বামী-স্ত্রীর সহবাস বৈধ এবং সন্তানাদি বৈধ বলে

গণ্য হয়।

(৩) স্বামী-স্ত্রী

পরস্পর পরস্পরের মধ্যে উত্তরাধিকারের অধিকার সৃষ্টি হয়। (৪) বিয়ের সময়ে স্থিরীকৃত শর্তাদি প্রচলিত আইনের পরিপন্থী না হলে তা অবশ্য পালনীয় বলে গণ্য। (৫) এরূপ বিয়ের দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার কোনো

গোপন তথ্য প্রকাশযোগ্য নয়।

(৬) এরূপ বিয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী খোরপোষ ও দেনমোহর পাবার অধিকারিণী হয়ে থাকে।

(৭) বিয়ের সম্পর্কের কারণে নিষিদ্ধ পর্যায়ের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিয়ের যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ত স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। অনিয়মিত বিয়ের আইনগত ফলাফল অনিয়মিত বিয়ের আইনগত ফলাফল নিম্নরূপ : (১) অনিয়মিত বিয়ের ক্ষেত্রে সহবাসের পূরে আইনগত কোনো ফলাফলের উদ্ভব হয় না। সহবাসের পূর্বে তালাকের ইচ্ছা প্রকাশ করলেই বিয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

(২) সহবাস হয়ে থাকলে স্ত্রী মোহরানা পাবার অধিকারিণী হন।

(৩) সহবাসের পর বিয়ে-বিচ্ছেদ হলে কিংবা স্বামীর

মৃত্যু ঘটলে স্ত্রী ইদ্দত পালন করতে বাধ্য থাকে তবে এক্ষেত্রে ইদ্দতের সময়সীমা তিন ঋতুকা যথেষ্ট বলে গণ্য হবে।

(৪) এরূপ বিয়ের ফলে জন্মগ্রহণকারী সন্তান-সন্ততি বৈধ বলে গণ্য হবে এবং তারা পিতামাতা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।

(৫) স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের সম্পত্তির উত্তরাধিকার হবে না।

বাতিল বিয়ের আইনগত ফলাফল বাতিল বিয়ের আইনগত ফলাফল নিম্নরূপ :

(১) বাতিল বিয়ে যেহেতু বিয়ে বলে গণ্য হয় না এরূপ বিয়ের ফলে জন্মগ্রহণকারী সন্তান অবৈধ বা জারজ সন্তান হিসেবে গণ্য হবে।

ষষ্ঠত, অনিয়মিত বিয়ে একমাত্র সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে, শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে নাই। সেজন্য বাতিল ও অনিয়মিত বিয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু সুন্নী আইনেই বিদ্যমান শিয়া আইনে নয় ।

বৈধ বিয়ের আইনগত ফলাফল

বৈধ বিয়ের আইনগত ফলাফল নিম্নরূপ :

(১) বৈধ বিয়ের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অধিকার ও কর্তব্যের সৃষ্টি হয়।

(২) স্বামী-স্ত্রীর সহবাস বৈধ এবং সন্তানাদি বৈধ বলে

গণ্য হয়।

(৩) স্বামী-স্ত্রী

পরস্পর পরস্পরের মধ্যে

উত্তরাধিকারের অধিকার সৃষ্টি হয়।

(৪) বিয়ের সময়ে স্থিরীকৃত শর্তাদি প্রচলিত আইনের পরিপন্থী না হলে তা অবশ্য পালনীয় বলে গণ্য । (৫) এরূপ বিয়ের দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার কোনো গোপন তথ্য প্রকাশযোগ্য নয় ।

(৬) এরূপ বিয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী খোরপোষ ও দেনমোহর পাবার অধিকারিণী হয়ে থাকে।

(৭) বিয়ের সম্পর্কের কারণে নিষিদ্ধ পর্যায়ের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিয়ের যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য । অনিয়মিত বিয়ের আইনগত ফলাফল

অনিয়মিত বিয়ের আইনগত ফলাফল নিম্নরূপ : (১) অনিয়মিত বিয়ের ক্ষেত্রে সহবাসের পূর্বে আইনগত কোনো ফলাফলের উদ্ভব হয় না। সহবাসের পূর্বে তালাকের ইচ্ছা প্রকাশ করলেই বিয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

(২) সহবাস হয়ে থাকলে স্ত্রী মোহরানা পাবার অধিকারিণী হন।

(৩) সহবাসের পর বিয়ে-বিচ্ছেদ হলে কিংবা স্বামীর মৃত্যু ঘটলে স্ত্রী ইদ্দত পালন করতে বাধ্য থাকে। তবে এক্ষেত্রে ইদ্দতের সময়সীমা তিন ঋতুকাল যথেষ্ট বলে গণ্য হবে।

(৪) এরূপ বিয়ের ফলে জন্মগ্রহণকারী সন্তান-সন্ততি বৈধ বলে গণ্য হবে এবং তারা পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।

(৫) স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী

হবে না।

বাতিল বিয়ের আইনগত ফলাফল

বাতিল বিয়ের আইনগত ফলাফল নিম্নরূপ :

(১) বাতিল বিয়ে যেহেতু বিয়ে বলে গণ্য হয় না,

এরূপ বিয়ের ফলে জন্মগ্রহণকারী সন্তান অবৈধ বা জারজ সন্তান হিসেবে গণ্য হবে।

(২) স্বামী-স্ত্রী কোনো পক্ষেরই অপরের উপর কোনো আইনগত অধিকার ও দায়িত্ব সৃষ্টি হয় না।

(৩) এরূপ বিয়ের ফলে জন্মগ্রহণকারী সন্তানগণ পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে, তবে মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে কোনো আইনগত বাধা নেই ।

উত্তর : (ক) বিবাহ : মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহ হচ্ছে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি দ্দারা উভয়ের মধ্যে সম্ভোগ ও সন্তান লাভ চিরস্থায়ীভাবে বৈধকরণ করা হয়। সংজ্ঞার আনুষ্ঠানিকতায় যদিও বিবাহকে একটি বিধানিক চুক্তি বলা হয়, তবুও প্রকৃতপক্ষে ইহা নিছক একটি চুক্তি নয়।

কারণ, যে কোনো চুক্তি সাময়িককালের জন্য হতে পারে, কিন্তু বিবাহের চুক্তি যাবজ্জীবনের জন্য। এছাড়া প্রত্যেক চুক্তিতে পূর্বাহ্নেই প্রতিদান স্থির করা হয়। কিন্তু বিবাহের দেনমোহর যাকে এই চুক্তির প্রতিদান বলা হয় তা বিবাহের সময় স্থিরিকৃত না হলেও তা অসিদ্ধ হয় না। পরবর্তীকালেও তা স্থির করা যায়। এমনকি দেনমোহর প্রদান করা হবে না বলে স্থির করা হলেও বৈধ বিবাহে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না।

আবার হিন্দু বা খ্রিস্টান বিবাহের মতো এটা একটা ধর্মীয় সংস্কারও নয়। ধর্মীয় বিধানাবলির অন্তর্ভুক্ত না হলেও বিবাহকে ইবাদতের শামিল বলে গণ্য করা হয়। যাতে মানুষ অপবিত্রতা ও ব্যভিচার হতে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সমর্থ হয় তজ্জনই বিবাহ একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে শুধু ধর্মীয় তাৎপর্যই নয়, সামাজিক তাৎপর্যও রয়েছে।

তাই বলা যায় যে, মুসলিম বিবাহ- (১) শুধুমাত্র বিধানিক চুক্তি নয়, একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানও। অন্যান্য বিবাহ যাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলা হয় তার সাথে এটার পার্থক্য হচ্ছে এই যে, মুসলিম বিবাহ ইচ্ছাকৃতভাবে ভেঙ্গে দেয়া যায় কিংবা স্বামীর মৃত্যুর পর তা ভেঙ্গে যায়। (২) এর মধ্যে কর্তব্যবোধ ও ধর্মবোধ রয়েছে। (৩) যদিও সম্ভোগ ও সন্তান উৎপাদনই বিবাহের প্রাথমিক উদ্দেশ্য বলা হয় ইহা জীবনে শান্তি ও স্বস্তি বিধানে সহায়ক বলে গণ্য করা হয়। (৪) ইহা কোনো শর্ত সাপেক্ষ হয় না সঙ্গে সঙ্গেই কার্যকরী হয়।

সুন্নী আইনে বিয়ে ৩ প্রকারের হতে পারে যথা, (১) সহিহ্ বা আইনসিদ্ধ। যেক্ষেত্রে বৈধ বিয়ের সকল উপকরণ বর্তমান তা সহিহ্ বিয়ে ।

(২) ফাসিদ বা অনিয়মিত। যেক্ষেত্রে কোনো ত্রুটির কারণে বিয়েটি সম্পূর্ণ সহিহ নয়, আবার বাতিলও নয় তা ফাসিদ বিয়ে।

(৩) বাতিল বা অসিদ্ধ। সুস্পষ্ট বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করে কোনো বিয়ে হলে তা বাতিল বিয়ে বলে গণ্য হবে।

শিয়া আইনে বিয়ে ২ প্রকারের যথা :

(১) স্থায়ী ও সহিহ্; (২) অস্থায়ী বা মুতা।

বৈধ বিবাহের উপাদান : মুসলিম আইন অনুসারে বিয়ে একটি দেওয়ানি চুক্তি যার ফলে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাসের এবং তাদের সন্তানসমূহের বৈধ স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। মুসলিম আইনে বৈধ বিয়ের উপাদানগুলি নিম্নরূপ :

(১) ইজাব বা প্রস্তাব : বিয়ের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব পেশ করতে হবে। সাধারণত বরের পক্ষ হতে কনের নিকট বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়।

(২) কবুল বা স্বীকৃতি : বিয়ের এরূপ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করতে হবে। প্রস্তাব ও স্বীকৃতি একই বৈঠকে হওয়া আবশ্যক ।

(৩) সাক্ষী : দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সম্মুখে এরূপ প্রস্তাব ও স্বীকৃতি সম্পন্ন হতে হবে।

(৪) সাবালকত্ব : বর ও কনে উভয়কেই সাবালক হতে হবে। শরিয়া আইন মোতাবেক ১৫ বছর পূর্ণ হলে সাবালক ধরা হতো। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন অনুযায়ী পুরুষের ক্ষেত্রে ২১ বছর এবং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে ১৮ বছর পূর্ণ হওয়া আবশ্যক।

(৫) সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন : বর ও কনে উভয়কে সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হতে হবে। শরিয়া আইন অনুসারে একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পাগল ব্যক্তির বিয়ে অভিভাবকদের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায়। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত বিধিবদ্ধ আইন (মুসলিম পারিবারিক আইন) অনুযায়ী অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(৬) নিষিদ্ধ সম্পর্ক পরিহার : কোনো পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক তার নিষিদ্ধ সম্পর্কের কোনো আত্মীয়কে বিয়ে করতে পারবে না। নিম্নবর্ণিত আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছে :

(ক) কোনো পুরুষ তার মাতা, মাতার মাতা, পিতার মাতা এবং এরূপ উর্ধগামী সকল স্ত্রীলোককে বিয়ে করতে পারবে না ।

(খ) কোনো পুরুষ তার কন্যাকে, কন্যার কন্যাকে এবং এরূপ নিম্নগামী সকল স্ত্রীলোককে বিয়ে করতে পারে না।

(গ) সহোদরা, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয় ভগ্নিকে কিংবা তাদের কন্যাকে কিংবা এরূপ কন্যার কন্যা এভাবে নিম্নগামী সকলকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ ।

(ঘ) ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগ্নী কিংবা তাদের কন্যা এবং এরূপ নিম্নগামী সকলকে বিয়ে করা যায় না।

(ঙ) মাতৃকুল বা পিতৃকুল সম্পর্কের কারণে, চাচী, ফুপু, খালা, মামী, পিতা-মাতার চাচী, ফুফু, খালা মামীকে বিয়ে করা যায় না ।

এগুলি ছাড়াও জ্ঞাতিত্বের কারণে ও ধাত্রীত্বের কারণে কিছু কিছু বিয়ে সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(৭) মোহরানা : বর কর্তৃক কনেকে প্রদেয় মোহরানা বৈধ বিয়ের অন্যতম শর্ত। মোহরানা হচ্ছে অর্থ বা অন্য কোনো সম্পত্তি যা স্ত্রী স্বামীর নিকট হতে বিয়ের মূল্যস্বরূপ পাবার অধিকারী।

(৮) রেজিস্ট্রেশন : ১৮৮০ সালের কাজি আইন বর্তমানে যা মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯৭৪ নামে আখ্যায়িত এবং ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের বিধান অনুযায়ী বিয়ের কাবিন নামা বা চুক্তিপত্র কাজি বা নিকাহ রেজিস্ট্রার কর্তৃক রেজিস্ট্রি করতে হবে। ইহা যদিও বাধ্যতামূলক তবুও এর অবর্তমান বিয়ে অবৈধ হবে না।

এ সকল উপাদানগুলির মধ্যে ইজাব, কবুল মোহরানা অপরিহার্য এবং অন্যান্যগুলি সম্পূরক।

(খ) সহীহ, ফাসিদ ও বাতিল বিবাহের আইনগত ফলাফল :

বৈধ বিয়ের আইনগত ফলাফল নিম্নরূপ :

(১) বৈধ বিয়ের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অধিকার ও কর্তব্যের সৃষ্টি হয়।

(২) স্বামী-স্ত্রীর সহবাস বৈধ এবং সন্তানাদি বৈধ বলে গণ্য হয়।

(৩) স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকারের অধিকার সৃষ্টি হয়।

(৪) বিয়ের সময়ে স্থিরীকৃত শর্তাদি প্রচলিত আইনের পরিপন্থী না হলে তা অবশ্য পালনীয় বলে গণ্য ।

(৫) এরূপ বিয়ের দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার কোনো গোপন তথ্য প্রকাশযোগ্য নয় ।

(৬) এরূপ বিয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী খোরপোষ ও দেনমোহর পাবার অধিকারিণী হয়ে থাকে।

(৭) বিয়ের সম্পর্কের কারণে নিষিদ্ধ পর্যায়ের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিয়ের যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য

ফাসিদ/অনিয়মিত বিয়ের আইনগত ফলাফল অনিয়মিত বিয়ের আইনগত ফলাফল নিম্নরূপ :

(১) অনিয়মিত বিয়ের ক্ষেত্রে সহবাসের পূর্বে আইনগত কোনো ফলাফলের উদ্ভব হয় না। সহবাসের পূর্বে তালাকের ইচ্ছা প্রকাশ করলেই বিয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

(২) সহবাস হয়ে থাকলে স্ত্রী মোহরানা পাবার অধিকারিণী হন ।

(৩) সহবাসের পর বিয়ে-বিচ্ছেদ হলে কিংবা স্বামীর মৃত্যু ঘটলে স্ত্রী ইদ্দত পালন করতে বাধ্য থাকে। তবে এক্ষেত্রে ইদ্দতের সময়সীমা তিন ঋতুকাল যথেষ্ট বলে গণ্য হবে।

(৪) এরূপ বিয়ের ফলে জন্মগ্রহণকারী সন্তান-সন্ততি বৈধ বলে গণ্য হবে এবং তারা পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।

(৫) স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না।

বাতিল বিয়ের আইনগত ফলাফল নিম্নরূপ :

(১) বাতিল বিয়ে যেহেতু বিয়ে বলে গণ্য হয় না, এরূপ বিয়ের ফলে জন্মগ্রহণকারী সন্তান অবৈধ বা জারজ সন্তান হিসেবে গণ্য হবে।

(২) স্বামী-স্ত্রী কোনো পক্ষেরই অপরের উপর কোনো আইনগত অধিকার ও দায়িত্ব সৃষ্টি হয় না।

(৩) এরূপ বিয়ের ফলে জন্মগ্রহণকারী সন্তানগণ পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে, তবে মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে কোনো আইনগত বাধা নেই ।

(গ) তালাক নিবন্ধন : ১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইনের ৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, অন্য যে কোনো আইন, রেওয়াজ বা প্রথায় যাই থাকুক না কেন, মুসলিম আইন অনুযায়ী সম্পন্ন প্রতিটি বিবাহ এই আইনের বিধান অনুসারে রেজিস্ট্রি করতে হবে। রেজিস্ট্রি করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক এলাকায় সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত নিকাহ রেজিস্ট্রার থাকবেন। নিকাহ রেজিস্ট্রার যদি নিজে বিয়ের কার্য সম্পন্ন না করে থাকেন, তবে যিনি বিয়ের কার্য সম্পন্ন করেছেন তিনি নিকাহ রেজিস্ট্রারের নিকট প্রতিবেদন পেশ করবেন (ধারা-৫)।

বিয়ে রেজিস্ট্রি করার পূর্বে, নিকাহ রেজিস্ট্রার পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে সে মর্মে নিজের সন্তুষ্টি লাভের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন অথবা বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, এমন দু'জন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। কনে পর্দানশীল হলে, তার পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত উকিলকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে চলবে।

বিয়ে রেজিস্ট্রি করার আবেদন নিকাহ্ রেজিস্ট্রার প্রত্যাখ্যান করলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত প্রত্যাখ্যানের ৩০ দিনের মধ্যে জেলা রেজিস্ট্রারের নিকট আপিল পেশ করতে পারেন এবং এ সম্পর্কে জেলা রেজিস্ট্রারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

এই আইনের ৬ ধারার বিধানমতে, প্রত্যেক বিয়ের তালাক নিকাহ রেজিস্ট্রার কর্তৃক নিবন্ধিত হতে হবে। ৬ (২) ধারায় বলা হয়েছে যে, যিনি বা যাঁরা তালাক কার্যকরী করেছেন তিনি বা তাঁরা তালাক রেজিস্ট্রি করার জন্য মৌখিকভাবে আবেদন করবেন। অবশ্য পর্দানশীল মহিলার ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকিল এ আবেদন পেশ করতে পারবেন। (৩) উপধারায় বলা হয়েছে যে, নিকাহ রেজিস্ট্রারের সম্মুখে স্বামী স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা প্রদান করেছেন এই মর্মে ১৯০৮ সালের রেজিস্ট্রেশন আইন মোতাবেক রেজিস্ট্রিকৃত দলিল উপস্থাপন না করা হলে অথবা ঐরূপ ক্ষমতা স্ত্রীকে অর্পিত হয়েছিল এই মর্মে বিয়ে রেজিস্ট্রি বইতে ভুক্তির নকল পেশ করা না হলে নিকাহ রেজিস্ট্রার তালাক-ই-তৌফিজ জাতীয় তালাক রেজিস্ট্রি

করবেন না।

নিকাহ রেজিস্ট্রার তালাক রেজিস্ট্রশনের আবেদন ৩০ দিনের মধ্যে প্রত্যাখ্যান করলে, প্রত্যাখ্যানের আবেদনকারী রেজিস্ট্রার সমীপে আপিল করতে পারবেন এবং সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এই আইনের বিধান অনুসারে, বিয়ে ও তালাক রেজিস্ট্রি করা বাধ্যতামূলক। তবে রেজিস্ট্রি না করার কারণে বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে না কিন্তু কনে পক্ষ যদি নারী অপহরণের মামলা করে কিংবা অন্যভাবে বিয়ে অস্বীকার করে তবে রেজিস্ট্রির অবর্তমানে তা কনে পক্ষের অনুকূলে যাবে।

এই

শাস্তিক বিধান : ৫(২) ধারায় বলা হয়েছে যে, আইনের বিধানমতে, বিয়ে রেজিস্ট্রি করতে ব্যর্থ হলে তিন মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা ৫ শত টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় প্রকারে দণ্ডনীয় হবে।